দৈনিক বাংলা

তারিখ 25/2/79 পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

পিএনএ ধরনের আন্দোলন হতে পারে : কাজী কাদের

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুসলিম লীগের সহ সভাপতি ও রংপুর-৩ এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী আবদুল কাদের সংসদ নির্বাচনে সরকারী দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, কারচুপির প্রতিবাদে মুসলিম লীগের সদস্যরা সংসদে শপথ নাও নিতে পারেন। এ প্রশ্নে মুসলিম লীগ সদস্যদের সাথে তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের একাত্মতা প্রকাশের আহ্বান জানান। সরকারী দলের 'তথাকথিত বিপুল বিজয়ের' বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মত পিএনএ স্টাইল আন্দোলন শুরুর সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

মুসলিম লীগ নেতা শনিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। নির্বাচনী অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি রংপুরে সিনিয়র-মন্ত্রী জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ করেন।

কাজী কাদের বলেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে রংপুরের ২০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ কমপক্ষে ১৬টি আসন লাভ করতো। তাঁর এই উক্তির সারবত্তা প্রমাণের জন্যে তিনি সরকারকে তাঁর আসনসহ রংপুরে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ দেন। তিনি বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনাব মশিয়ুর রহমান কোন দিনই নির্বাচিত হবেন না।

মুসলিম লীগ নেতা বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যান নির্বাচনের আগে রংপুরের সবকটি এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন। তাঁর এলাকায় বিএনপি চেয়ারম্যান দুবার গিয়েছেন এবং চেয়ারম্যানের নামে জনাব মশিয়ুর রহমান ও তাঁর ছেলে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছেন। জনাব মশিয়ুর রহমানের অপবিত্রকর কর্মকাণ্ড প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি অনেকখানি বিনষ্ট করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25/2/79 পৃষ্ঠা 12 কলাম 6

কাজী কাদের

(১-এর পৃঃ পর)

কাজী কাদের জনাব মশিয়ুর রহমানের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করেন যে জনাব রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর জীপ ও ট্রাক নিয়ে ভারতে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যোগসাজশ করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন 'দালাল কি মশিয়ুর রহমান না কাজী কাদের ?'

এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মুসলিম লীগ নেতা বলেন, তাদের সংগঠন কখনও শান্তি কমিটি সমর্থন করেনি। মুসলিম লীগ সব সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সত্তর সালে জনগণ শেখ মুজিব ও তাঁর দলের পক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছিল। মুসলিম লীগ শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করে। কারণ বাঙ্গালী জাতিকে তিনি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও মুসলিম লীগের অশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে।

জনাব মশিয়ুর রহমানের ছেলেকে 'বাংলাদেশের সঞ্জয় গান্ধী' বলে আখ্যায়িত করে এদের সম্পত্তির হিসাব নিরূপনের জন্যে কাজী কাদের সরকারের কাছে তদন্তানুষ্ঠানের দাবী জানান।

জনাব ভুট্টো সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভুট্টোর সাজা হওয়া উচিত। কারণ তিনি একজন ক্রিমিনাল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রিগিং শব্দ এদেশে অজানা ছিল। ভুট্টোর কাছ থেকে মশিয়ুর রহমানই এ শব্দ এদেশে আমদানী করেছেন। কারণ তিনি নিজেকে ভুট্টোর বন্ধু বলে দাবী করেন।'

মুসলিম লীগ নেতা জানান, রংপুরে নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর 'ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' থেকে তিনি সহজেই ধারনা করতে পারেন যে একই পদ্ধতিতে কারচুপির মাধ্যমে জনাব আবদুল মালেক উকিলকে পরাজিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মওদুদের কাছে হেরে যাবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় তিনি জনাব মওদুদের সমালোচনা করেন।

কাজী জাফর আহমদ ও জনাব এনায়েতউল্লাহ খানের নাম উল্লেখ করে কাজী কাদের বলেন, প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তাফা দিতে যারা বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের কাউকে পাশ করতে দেয়া হয়নি। অথচ এরা মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে বিএনপি শতকরা ১৫ ভাগ আসনও পেত না।

আওয়ামী লীগ (মালেক) এর আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই কর্মসূচী সমর্থন না করার কিছুই নেই। কারণ নির্বাচন কারচুপির প্রতিবাদেই এই কর্মসূচী দেয়া হয়েছে।

মুসলিম লীগ দেশের শাসনতন্ত্রের ইসলামিক রূপায়ন চাইবে কিনা— এ প্রশ্নের উত্তরে কাজী কাদের বলেন, 'দেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। আমরা সংসদে ইসলামিক শাসনতন্ত্র চাইবো। তখন দেখা যাবে, কোন মায়ের লাল' সমর্থন না করে চুপ থাকেন।